ব্রি ধান৬২

ধান চাষ সমৃদ্ধি আনে

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৬২ এর কৌলিক সারি নং- **BR7517-2R-27-3**। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক Jirakateri এবং BRRI dhan39 জাতের মধ্যে সঙ্করাণের পর দুইবার র‍্যাপিড জেনারেশন অ্যাডভান্স (RGA) করে বংশানুক্রম সিলেকশান (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। জাতটি ২০১৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক রোপা আমন মৌসুমে জন্য অনুমোদন লাভ করে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- অধিক ফলনশীল।
- গাছের উচ্চতা ৯৮ সেমি।
- চালের আকার লম্বা, সরু এবং রঙ সাদা।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪ গ্রাম।
- চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৯%।
- চালে জিংক এর পরিমাণ ১৯ মিলিগ্রাম/কেজি।

ব্রি ধান৬২

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৬২ এর জীবনকাল ব্রি ধান৩৩ এর চেয়ে ১০-১২ দিন আগাম। আমন ধান কেটে অনায়াসে আগাম গোল আলু বা রবিশস্য লাগানো সম্ভব। এছাড়াও স্বল্প জীবনকাল হওয়ার কারণে এ জাতটি সহজেই খরা এড়িয়ে যেতে পারে। এ ধানের জাত মধ্যম মানের জিংক সমৃদ্ধ হওয়ায় জিংকের অভাব জনিত অপুষ্টি লাঘবে সহায়ক হবে।

জীবনকাল: এ জাতের গড় জীবনকাল ১০০ দিন ।

ফলন: হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৩.৫-৪.৫ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য স্বল্প জীবনকালীন উফশী রোপা আমন ধানের জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন** : ২১ আষাঢ় থেকে ৩০ আষাঢ় (৫ জুলাই থেকে ১০ জুলাই) ।

২. **চারার বয়স** : ২০-২৫ দিন।

৩. **চারার সংখ্যা** : প্রতি গুছিতে ২/৩টি।

৪. **রোপণ দুরত্ব** : ২০ সেমি × ১৫ সেমি।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):**

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
২০	৯.৫	৯.৫	৫.৫	১.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, জিংক সালফেট, জিপসাম এবং অর্ধেক এমওপি সার প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান দুই কিস্তিতে যথা রোপণের ১০ দিন পর ১ম কিস্তি এবং ২০-২৫ দিন পর ২য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক এমওপি সার ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের সাথে প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **আগাছা দমন** : রোপণের পর অন্তত ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা** : চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৮. **রোগবালাই দমন** : ব্রি ধান৬২ এ রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে খোলপোড়া রোগ প্রবন এলাকায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। এজন্য পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ ও প্রয়োজনে নেটিভো, কনটাফ, ফলিকুর ইত্যাদি ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

৯. **ফসল পাকা ও কাটা** : ২৮ আশ্বিন-৩ কার্তিক (১৩ -১৮ অক্টোবর) ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd